২৭
দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 21 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীতে দুর্নীতি

গাইবান্ধার ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ গমের পুরোটাই গায়েব

নিজস্ব সংবাদদাতা, গাইবান্ধা থেকে

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় জেলার ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ প্রায় ২২ হাজার ১ শ' কেজি গম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতিগণ উত্তোলন করে কালোবাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। জানা গেছে, গোবিন্দগঞ্জ থানায় খাদ্যের বিনিময়ের শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সুন্দইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ হাজার ২ শ' ৭৫ কেজি, মধুরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৩ শ' ৩০ কেজি, উত্তর পাড়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২ হাজার ৯ শ' ৩৫ কেজি, দেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২ হাজার ১ শ' ৯০ কেজি, ফুলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ হাজার ৫ শ' ৩০ কেজি, ছোট নারিচাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২ হাজার ২ শ' ৫০ কেজি, বেড়া মালঞ্চ বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ হাজার ২ শ' ২৫ কেজি ও কাপাসিয়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৩ শ' ৬৫ কেজি গম উত্তোলন করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতি যথাক্রমে সুন্দইলের আঃ জলিল ডিও নং ২৯৩৯৬০৯, মধুরাপুরের নূরুল ইসলাম ডিও নং ২৯৩৯৬৩২, উত্তর পাড়ার সিরাজ উদ্দিন ডিও নং ২৯৩৯৬৩১, দেবপুরের আবু জাফর-ডিও নং ২৯৩৯৬২৯, ফুলবাড়ীর কলিম উদ্দিন ডিও নং ২৯৩৯৬৩০, ছোট নারিচাগাড়ীর আকুল হোসেন ডিও নং ২৯৩৯৬৩৪, বেড়া মালঞ্চার নূরুল ইসলাম ডিও নং ২৯৩৯৬২২ এবং কাপাশিয়ার ছাইদুর রহমান ডিও নং ২৯৩৯৬৮৬ তে উক্ত পরিমাণ গম উত্তোলন করেন। কিন্তু গম উত্তোলন করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ না করে থানা সদরের এক ব্যবসায়ীর কাছে প্রতি ডিও ৯ হাজার টাকায় বিক্রি করে বিক্রীত অর্থ আত্মসাত করেন। এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা জানায়, তারা এখন পর্যন্ত কোন গম/চাল পায়নি। অথচ জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে সভাপতিগণ গম উত্তোলন করেছেন।

এ ব্যাপারে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে থানা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করা হলে ওই বিদ্যালয়গুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিধায় তিনি ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন। এই ঘটনা জানাজানি হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ২০/২৫ টাকা করে দিয়ে মাষ্টাররোলে সই করে নেয়। এই ভুয়া মাষ্টাররোল শিক্ষা অফিসে জমা দিতে এলে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা তাদের এই মাষ্টাররোল গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে। পরবর্তীতে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এই দুর্নীতির তদন্ত করেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে ও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে।